দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ SEP 27 2006 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

গুলিবিদ্ধ অধ্যাপক আফতাবের মৃত্যু ॥ ক্যাম্পাসে আতঙ্ক, শোকর্যালি, আজ দাফন

মাসুদ কার্জন/মাজহারুল আনোয়ার শিপু ॥ সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারাত্মক আহত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমাদ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তিন দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে মঙ্গলবার সকাল ৯টা ১০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি---রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। সন্ত্রাসীদের হাতে মৃত্যু হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহকর্মীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এই ঘটনার জন্য সরকারকেই দায়ী করেছে। তারা দাবি করেছে সরকারের কোন মহলের মদদ ছাড়া সন্ত্রাসীরা এই ঘটনা ঘটিয়ে পার পেতে পারে না। সরকারকে সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রমাণ করতে হবে—এই ঘটনায় তাদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

সুরক্ষিত ক্যাম্পাসের ভিতরে পুলিশ, গোয়েন্দা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে বাসায় ঢুকে সন্ত্রাসীদের এই গুলির ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাহীনতা ও সরকারের আইনশৃঙ্খলার চরম দেউলিয়াত্বের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষকরাও চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

গত ২২ সেপ্টেম্বর শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ফুলার রোডের বাসায় শোবার ঘরে তাকে সন্ত্রাসীরা খুব কাছে থেকে তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায়। প্রথমে তাঁকে শমরিতা হাসপাতালে,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি আফতাব আহমাদকে (ফাইল ফটো) হত্যার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে ঢাবি শিক্ষক সমিতির মৌন মিছিল —জনকণ্ঠ

পরবর্তীতে রাত ৯টায় চিকিৎসার জন্য সিএমএইচে ভর্তি করা হয়েছিল। আফতাব আহমাদের এক আত্মীয় জানান, মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে সিএমএইচের চিকিৎসকরা তাঁদের ডেকে নিয়ে মৃত্যু সংবাদ দেন।

আজ বুধবার নিহত আফতাব আহমাদের নামাজে জানাজা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী গোরস্তানে দাফন করা হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে আজ বুধবার একদিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

গুলিবিদ্ধ অধ্যাপক আফতাবের

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম এ কথা জানিয়েছেন। শনিবার রাতে শমরিতা হাসপাতালে আফতাব আহমাদের স্ত্রী নুরজাহান বেগম বলেছিলেন, শোবার ঘরে ৯ বছরের মেয়ে আদৃতাকে আদর করার সময় দুই যুবক বাসায় ঢুকে পর পর তিন রাউন্ড গুলি করেছিল। দু'টি গুলি তাঁর শরীরে বিদ্ধ হয়েছিল। দরজার কড়া নেড়ে তিন যুবকের একজনের নাম সজির তাকে ভিসি স্যার পাঠিয়েছেন বলে পরিচয় দিলে কাজের মেয়ে হালিমা দরজা খুলে দিয়েছিল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিন যুবক আফতাবের শোবার ঘরে ঢুকে গুলি করে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বাসার কাজের মেয়ে হালিমা বলেছিল, দরজার কড়া নাড়ার পর খুলে দিলে তিন জন স্যারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। এ ব্যাপারে ভেতরে ম্যাডামের অনুমতি আনতে গেলেই মাথায় ক্যাপ পরা যুবক ভেতরে ঢুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা ঘটনার সময় তিন রাউন্ড গুলি করলে আফতাব আহমাদের বুকের বাম পাশে ও পেটে দু'টি গুলি বিদ্ধ হয়েছিল। রাত ৯টায় তাঁকে জরুরী ভিত্তিতে সিএমএইচে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করে একটি গুলি বের করা হয়েছিল। রবিবার রাতে তাঁর জ্ঞান ফিরেছিল। কিন্তু একটি গুলি তাঁর শরীরে রয়ে গিয়েছিল। গুলিতে তাঁর পেটের ভিতরের বিভিন্ন অংশ ছিঁড়ে যায়। চিকিৎসকরা প্রাথমিকভাবে অপারেশন করে তা জোড়া লাগান। কিন্তু এর আগে পেটের মধ্যে রক্তক্ষরণ হওয়ায় সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল।

২০